উৎসর্গ

প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৫৯


সূচিপত্র

ত্রিতাপ দুঃখের স্মৃতি

১.

সব কিছু বদলে যায় — শহর মানুষ জন লোকালয় পথের চেহারা,
নাকি সবই ঠিক থাকে ? আসলে চোখের মণি ক্ষয়ে যায় রোজ,
রজনীগন্ধার ঝাড়, বেলকুঁড়ি ঝরানো বকুল
তেমন বিহ্বল শাদা দেখায় না আর।
জানি এ সংসার তীক্ষ্ণ অস্ত্রের ফলায়
কেবলি আঘাতে মূঢ় করে দেয় স্বপ্নের শরীর
প্রাক্তন বিশ্বাস রিক্ত প্রণয়ের নরম শয্যায়
হাওয়া আজ ভারী লাগে অমল সন্ধ্যায়।
বুকে কোন রক্ত নেই—অস্থিমাংস নিহিত শরীরে
সারা রাত জেগে থাকা নিশ্চল প্রতীক্ষা মগ্ন অন্ধকার ঘিরে।

২.

জর গায়ে বাড়ী আসে — অফিস ফেরত এক কেরাণী যুবক,
সোমবার অপরাহ্ণ : ডালহৌসী স্কোয়ারের বুকে
তখন উত্তাল ধ্বনি ট্রাম বাস অঢেল মানুষ—
যেন এক বাঁধ ভাঙ্গা স্রোত, হঠাৎ প্লাবিত করে
শহর বাতাস এই বিকেল পাঁচটায়
তখন সে যুবকের ক্ষীণ ম্লান জরতপ্ত বিষণ্ণ হৃদয়ে
মনে পড়ে ছেলেবেলা উজ্জ্বল চকিত তীক্ষ্ণ অধীর কৈশোর
রমণী উত্তাপ গাঢ় উদ্দাম জীবন।
সেদিন সমস্ত রাত ঘুমহারা অস্থির কান্নায়
জীবনে প্রথম তার মনে হ'ল—এ পৃথিবী নিশ্চল হৃদয়
বিকীর্ণ আঁধারে ঢাকা করুণ সময়।

৬.

মনে কোন অভিমান রাখিনাকো। কেননা সংসারে
সাজানো সুখের চিহ্ন ভেঙে যায় কাঁচের মতন —
জীবনে কোথায় ছিল আলোকিত রূপের জোয়ারে
মাধুরীর নীলাভ কম্পন। শুধু, অভিমানে মন
কেবল হারায় তার রক্তের উন্মুখ স্বর, সানন্দিত গান
রমণী সঙ্গীত শিল্প, যৌবনের অমেয় সম্মান।
আমরা অনেকদিন, পৃথিবীতে রয়েছি নীরবে
যুদ্ধের বীভৎস কণ্ঠে, শান্তির বিনীত পরাজয়ে
সচকিত ভগ্নকণ্ঠ। কতবার নিহত দলিত পিষ্ট মানুষের শবে
বুকের বিকীর্ণ ক্ষত ভরে গেল স্তম্ভিত হৃদয়ে।
মনে কোন অভিমান, ছিল কি ছিল না এতদিন!
সময়ের বাঁকা রোদে ভেসে যায়, পিপাসার্ত প্রেম রক্তহীন।

বহির্দৃশ্য

ঘটনাসংঘাত সবই ভারশূন্য মেকী মনে হয়:
চতুর্দিকে সজ্জাহীন তরল অন্ধতা —
যেন এক যুদ্ধ হতে ফিরে আসা নির্বাক সৈনিক
বিস্মৃত পথের চিহ্নে খুঁজে পায় শিথিল মৌনতা।
বিস্তীর্ণ নগর স্রোতে নীরবতা—আলোকিত উজ্জ্বল সজ্জায়
নিওন রশ্মির নীলে, ঘন লালে, সবুজ রঙের
বিহ্বল বঙ্কিম রাত—কিছুই অচেনা নয়, চোখের মণিতে কিংবা শ্রুতির পর্দায়,
এত আলো! অথচ কেন যে এত মৌল অন্ধকার!
তবু কিছু অসামান্য মাদকতা রমণীপ্রতিম
এই সব ছোটাছুটি জাগর মুহূর্ত ঘিরে নিমগ্ন প্রহরে,

ট্রামের বিবর্ণ ভিড়ে, ট্যাক্সিতে মোটরে কিংবা স্কুটারের একক যাত্রায়
বিরাম বিহীন দৃশ্য। ঘটনা সামান্য, তবু বিরল নিঃসীম
নেপথ্য-নাটক ভাসছে আরক্তিম দৃষ্টির গভীরে
আপাত শান্তির মাঝে পৃথিবী বিভক্ত আজ যুদ্ধের শিবিরে।

ভালোবাসার গভীরে

১.

থামতে হবে এখনি যার
মজা নদীর বাঁকের ধার—
অসম্ভব লোকে
যায় কেন সে চলে ?
অনেক দূরে পাহাড় ঘুরে
সাগর নীল জলে,
ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ের খেলা
বালির বুকে আঁকে
রোদের বেলা, পায়ের দাগ কেই বা মনে রাখে ?
শহর ঘিরে অন্ধকার, বইতে হবে তাকে
বুকে আগুন জ্বেলে,
সারাটি দিনমান
অহঙ্কারে ম্লান।
কান্না যদি শিশির হ'য়ে, ঘাসের গায়ে ঝরে
ভিজে মাটির গন্ধ নিয়ে
স্মৃতি অবাক স্বরে
বোঝাতে যায় ব্যাকুলতা, গভীর সুরে গান
সারাটি দিন মান
ভালোবাসার শোকে।

২.

দুঃখ তবু দরজা খোলে অশ্রুভেজা ডাকে
সন্ধ্যাবেলা হ'লে।
সূর্যডোবা আকাশ রঙে অপরাহ্ণ ছবি
দেখবে বলে দাঁড়িয়ে ছিলে
জলের ধারে কবি,—
সেদিন কাঁপা বুকে
নদীর স্রোতে অশ্রুজলে গেছে সে সব চুকে,
গতবৃষ্টি হাওয়ার মত,
গাছের ডালে ডালে,
একটি দুটি ফোঁটা
সবুজ ঘাসে হারিয়ে যায়
টাপুর টুপুর তালে—
কেউ কি শোনে সুর?
জলার্থিনীর পায়ের ধ্বনি মিলিয়ে যায় দূর।
কীর্ণ ভালোবাসা,
বকুল ফুলে ছড়িয়ে যায়
কণ্ঠহীন ভাষা।
অন্ধকারে হারিয়ে যাবে চলে
আনতাঙ্গী ছায়ায় গাঢ়
মণিবন্ধে তারো
উষ্ণ ছোঁয়া ভাসবে শুধু রক্তে থরো থরো
মিলিত আনন্দ আলো
ভালোবাসার শোকে।

বৃষ্টি

ভেবেছিলাম ফুলের মতো গন্ধ বিকিরণে
ছড়িয়ে যাবো সন্ধ্যালোকে মাতাল হাওয়া করুণ হ'য়ে এলে
পাতা ওড়ার নেশায় জমে দুপুর, রোদে ভেসে
গড়িয়ে যাবে বিকেল বেলা হ'য়ে—
ভেবেছিলাম! হায়রে কখন বৃষ্টি এল নেমে।

ভেবেছিলাম বৃষ্টিগাঢ় ভিজে পথের শেষে
ঘাটে বাঁধা নৌকা আছে সারি
জলের বুকে হারিয়ে যাবো সূর্য ডোবা অস্তরঙ্গীন মোহে
আকাশনীলে উধাও লোকে পাড়ি—
হায়রে আমার সারাজীবন! কাটলো শুধু ঘরের কোণে শুয়ে
স্মৃতিকথায়, ইতিহাসের কালো সময় ঘিরে।
ছবির মত সাজিয়েছিলাম পলক মেলে হাওয়ার যবনিকায়
দৃশ্যগুলি ভরে তো ছিল অ-রূপকথার মূঢ় কবর হতে,
ফুলের বীথি, রাজার বাড়ী, অশ্বারোহী তেপান্তরের মাঠে
যুদ্ধে বাজে রক্তমুখর তরবারির স্রোতে—
ভেবেছিলাম ছেলেবেলায়, নাটক এমন স্থির ছায়ার আলো
জ্বালিয়ে দেবে অন্ধকারে মগ্ন অভিনয়ে
বাজবে দূরে বাঁশীর সুরে সুরে।
ভেবেছিলাম ফুলের মতো গন্ধ বিকিরণে
দেশান্তরে হারিয়ে যাব চলে
অশ্রুমুখী হাওয়ার মত শীর্ণ গাছের ফাঁকে
হায়রে কখন বৃষ্টি এল পথের বাঁকে বাঁকে।

ভোরবেলার স্মৃতিতে

১.

বিষাদে নিশ্চল মগ্ন চারিদিকে মানুষের স্বব,
উজ্জ্বল আনন্দ সব অদৃশ্য হ'য়েছে যেন যাদুমন্ত্র বলে—
সম্মোহিত এ পৃথিবী। ম্লান মুখে মানুষেরা হেঁটে চ'লে যায়,
সংহত চোখের দৃষ্টি—হাত দিয়ে যাকে ছোঁয়া যায়
শরীরের রক্ত মাংস একান্ত আপন বলে যাকে দাবী করে
তারো বেশী চাওয়া নেই। শুধু বিনিময়
প্রত্যাশার চেয়ে আরো কত বেশী প্রাপ্তিযোগ, আর
অর্পণ করেছি কত পরিবর্তে তার,
সফলতা অগ্রগণ্যঃ অপহৃত দুর্ভর সম্মান—
জীবন আশ্চর্য এক ভীড়ে ভরা সাজানো দোকান।

২.

তোমাকে আনন্দে রাখবো, শব্দের অশ্রুত স্বরে রাত্রির হওয়ায়
যখন শীতের সন্ধ্যা ভরে হ'য়ে চারিদিকে জমি
বাতাসে, পথের পাশে ছায়াহীন উজ্জ্বলতা আলোর গভীরে
তোমাকে বিস্ময় মগ্ন ভালোবাসা ভরে দেব' তারার তিমিরে।
অথচ সুখের বিভা অসম্ভব মনে হয় প্রতিদিন ভোরে
অর্থ আয়ু সচ্ছলতা, ঝর্ণার ফেনার স্রোতে ভেসে যাওয়া, কেন যে কঠিন,
কেউ কি জেনেছে আজো? স্বাস্থ্যের উজ্জ্বল বোদ যুবতী শরীরে
রক্তের দুর্দম স্রোতে ভাসে কিংবা জেলে দেয় মন,
তোমাকে আনন্দে রাখবো, এই রম্য প্রতিশ্রুতি অলীক এখন।

বীথি

শাদা কেশবীথি ছিল কি অনেক ভালো?
মন দেওয়া নেওয়া আলো আঁধারের বুকে,
পাতা হয়ে ওঠা সবুজ রঙের প্রসাধিত ছায়া মুখে—
শাদা কেশবীথি দিগন্তলীন আলো।

শাদা কেশবীথি অমিতভাষণে তীব্র অধুনাতনী
করতলছোঁয়া থরে থরে লাল কিংশুকপ্রায় ফুলে
আনতাঙ্গীর উষ্ণকোমল অন্ধকারের চুলে
আলো ঝলমল উজ্জ্বল আগমনী।
শাদা কেশবীথি ছিল কি অনেক ভালো?
সিঁথি সীমন্তে সিঁদূরের আভা জ্বেলে
দূর সমুদ্রে নাবিক হৃদয় চির আকাঙ্ক্ষা মেলে
দেখেছ' কখনো অস্তসূর্য আলো?

সময়ের দুঃখে

দুঃখ তোমার ভালোবাসার আঙুল হ'য়ে কাঁপে
ফোটা ফুলের শাদায় ঝরে ব্যগ্র হাতের ঘন তুষার ফেনা
শঙ্খ নিটোল কোমল প্রেমে চেনা—
দুঃখ আমার সন্ধ্যা সকাল প্রগাঢ় উত্তাপে
হাওয়ার বুকে ভাসিয়ে দিতে চায়
পরিচয়ের তুহিন স্রোতে বিফল উপমায়।
সময় যেন দুপুর বেলা বাঁকা রোদের সারি
অনুভবের প্রাচীর থেকে মিলিয়ে যায় দূরে
শান্ত সুরে নিথর কালো দীঘির জলে পাড়ি—
অপরাহ্ণ মাঠের পথে ঘুরে,
সময় তবু অন্তরঙিন ভালোবাসার শোকে
করুণ মুখে স্মিত হাসির অশ্রুভাসা চোখে।

দুঃখ তোমার ভালোবাসার আঙুল হ'য়ে কাঁপে
সময় আমার পান্থপাখী আকাশপথে দেশান্তরে যায়,
তোমার ছোঁয়া আরক্ত মন কঠিন আগুন তাপে
বুকের নীচে ঘনিষ্ঠতা বিফল উপমায়।

বন্ধু, ঘনিষ্ঠতা ও নারীদের প্রতি

তোমাদের মুখের বঙ্কিম রেখা, আলোকিত পথের গহনে,
হাসির অশ্রুর কিংবা, অতিপরিচিত সেই ভালোবাসা ছোঁয়ানো রঙের
প্রগাঢ় আবীর খুঁজি। সমস্ত ঘনিষ্ঠ স্বর, হোরিখেলা বলে মনে হয়
রঙীন উৎসের মতো লাল নীল শাদা জলে, ঝরে যায় রক্তের অন্বয়।

সমস্ত বিকেল বেলা হঠাৎ কান্নার মতো ভেসে আসে বুকে—
এই সব ছোটাছুটি, কেন এত কলরব, কেন কেউ ভাবেনা এমন?
স্ফূরিত বিস্ময় নিয়ে, মাঠের নিমীল আলো এখন কোথায়
সব নারীদের রূপ, কোমলতা শরীরের ম্লান করে যায়।

শিরায় সঙ্গীত বাজে কতদিন বেলা ব'য়ে গেল—
চিরবিদায়ের স্থর, রাত্রির আনত মগ্ন অন্ধকার জুড়ে
সমুদ্র ফেনার স্রোতে মিনতি কান্নার মত ঝরে:
আমি কোনদিন, তোমাদের বুকের ফোয়ারা থেকে
চাইনি অঞ্জলি ভরে—মমতার সজল প্রণয়,
তাই আমি মিশে যাবো, লবণ স্বাদের মতো জলধারা—বিস্মৃত সময়।

শূন্য আঁধারে

একদিন সন্ধ্যালোকে মরে যাবো। ঘরের আঁধার
চিরবিদায়ের অশ্রু ঝরাবে দেওয়াল ঘিরে শরীরে তোমার
সারারাত ফুলের মতন। তুমি শোক মগ্ন স্বরে
জলে যাবে হাহাকারে মৃত্যুনীল নিথর শিয়রে।
সংসার আমার কণ্ঠে ভরে ছিল বাতাসের হিমেল কাঁপনে
যখন ফাল্গুন দিনে অলসতা হেঁটে যায় ভোরের নির্জনে
ঘুম ভাঙানোর বেলা আরো তীব্র ঘুমের গভীরে
ডুবে যাওয়া বর্ণহীন স্বপ্নের তিমিরে।

আমার বিস্মৃতি ছিল আফিস ফেরত ট্রামে শনিবার দুপুর বেলায়,
চকিত ছুটির সুরে ভাসমান মেঘের খেলায়
বৃষ্টির মুহূর্ত আগে। এই সব ভুল ফাঁকি ভয়
রক্তের প্রথম গানে কৈশোরের বিফল প্রণয়—
কতদিন অপরাহ্ণে, চোখের নিভৃত জলে অলীক আশায়
আমার হৃদয় সিক্ত বকুল ফুলের গাঢ় কোমল শাদায়।

আমি আছি মনে রেখো, যতক্ষণ জ্বলে যাবে আগুন চিতার
এক দিন ভোরবেলা আমার বিস্মৃত নাম, মিশে যাবে, শরীরে তোমার

তিন অঙ্কে

পরনে তার কুমারী মন! দারুণ জালা বুকে
সারা শরীর ভ'রে কি ওঠে, ভালোবাসার সুখে?
আকাশ থেকে ঝরানো এক রৌদ্রমুখী স্নান—
পরনে তার কুমারী অভিমান।

পরনে তার মধুর হাসি, কালো চোখের তারা
গড়িয়ে যায় সফেন স্রোতে সাদা হাসির ধারা,
রক্তে জমে সুখের চেয়ে আকাঙ্ক্ষিত ক্ষণ—
পরনে তার শাঁখা সিঁদুর মন।

পরনে তার আলোছায়ার রঙীনতা গাঢ়
আলিঙ্গনে রাত্রিমদির স্পর্শ ছিল কারো?
দুপুর বেলা হঠাৎ কাঁপে শূন্য শোকে তার!
পরনে তার শাদা সিঁথির রিক্ত হাহাকার।

অভিনয়

পার্শ্বচরিত্রের স্থির অনুজ্জ্বল অভিনয়ে সকাল দুপুরে
কারা ফিরে আসে দৃশ্যান্তের। যেন প্রতিটি নাটকে
নিঝুম রাত্রির মাঝে শেষ দৃশ্যে জলে ওঠে শোক
তারপর ভোর হ'লে বাগানে ঘাসের নীচে পাতাবাহারের
সবুজ বর্ণের মোহ ক্ষয়ে যায়। যায়, সমস্ত স্বপ্নের আলো
বলয়িত দিগন্ত রেখায়—
যখন বৃষ্টির আগে মেঘের সজ্জিত কালো
ঝরে পড়ে করুণ সন্ধ্যায়।
দুর্দম স্রোতের মত উচ্চকিত প্রপাত ধারায়
নায়কপ্রতিম ঈর্ষা সম্মানিত সুচারু ভঙ্গিতে
চতুর্দিকে ঝরে পড়বে দৃষ্টির আলোক থেকে, প্রণয় বিফল ঈর্ষা
আনত বিস্ময়,
সফল জীবন তৃপ্তি—সচ্ছলতা আয়ুর গভীরে,
আনন্দের বাঁশী বাজাবে নক্ষত্রনীলিম মগ্ন রাত্রির তিমিরে।
পার্শ্বচরিত্রের স্থির অন্ধকার অভিনয়ে, পাদপ্রদীপের
সমস্ত আলোক ছাখো সরে যাবে দূরে —
যদি না নায়কোচিত প্লাবিত রক্তের স্রোত মেখে
বিমুগ্ধ জয়ের চিহ্ন চোখে মুখে আজো আঁকা যায়
কি লাভ কেবলি তীক্ষ্ণ সময়ের অপচয়ে ব্যর্থ মহলায়
যখন মৃত্যুর মতো বিফলতা ঝরে পড়ে অঝোর ধারায়।

উপসংহার

অনেক দেরী হ'ল আমার শুরু করার বেলা
স্রোতের মত মিলিয়ে যায় সকল অবহেলা—
ভেবেছিলেম ছবির মত রাখব' ভরে ঘর,

কানের কাছে উঠবে বেজে প্রতিশ্রুত স্বর,
ভালোবাসায় মাতাল কোন অশ্রুমুখী গান
ছিল আমার কোমল অভিমান।
পথে আমার ক্লান্তি ছিল সন্ধ্যালোকে গাঢ়
শাদা ফেনার হাসির মত কারো
পরিচয়ের নিবিড়তা ছড়িয়ে ছিল মনে,
ভেবেছিলাম হারিয়ে যাব' শাদা কাশের বনে
ভিজেমাটির গন্ধ আজো তাই কি খুঁজে পায়
হাওয়ার স্রোতে বাঁকানো এক পথের সীমানায়
অনির্ণেয় ব্যাকুল অভিযান—
দারুণ গতি ঝড়ের মত ক্ষিপ্রচলমান।

শুরু আমার শেষের বেলা তবু বিকেল হ'লে
গোধূলি এক বিষণ্ণতা ভোলে,
কালবোশেখী হাওয়ার আগে আকাশ থেকে তার
ঘূর্নি ওড়ে, গাছের পাতা ধুলোর উপহার,
বুকের মাঝে তখন বাজে আরক্তিম স্বব
হায়রে কেন ভেবেছিলেম রাখব, ভরে ঘর?

পরিচয়

অনুসরণের ক্লান্ত মিছিলের ভিড় ঠেলে ঠেলে
চিরকাল পদশব্দ যান্ত্রিক শহর ঘিরে সকালে বিকালে
কারা আজ হেঁটে চলে যায়?
আমি কি ওদের চেয়ে পরিশ্রমী কখনো ছিলাম?
তবু এক সংশয়ের চিহ্ন ফোটে কেন? কেন, চৈত্রের সন্ধ্যায়
নিশ্চল রক্তের নীলে, মনে ভাবি জীবনের এই পরিণাম!

সবাই সামনের সারি চায়।
গর্বিত ভঙ্গীর দীপ্ত পৌরুষের জয়ধ্বনি শ্রুতির পর্দায়
ভেসে আসবে দারুণ কাঁপনে :
মিছিলে একক নয় সমষ্টির,—একাকী চরণে
সেনানায়কের দৃপ্ত কঠিন নেশায়
জীবন কি কোনদিন খ্যাতির মিনারে চড়ে মাতাল হাওয়ায়
চেয়েছিল তৃপ্তি সুখ ? চেয়েছিল রৌদ্রময় ভালোবাসা, ভোরের আলোক ?
তোমাদের সকলের পেছনেই হেঁটে যাব—এইটুকু পরিচয় হোক।

তিন প্রহরের চেতনায়

১.

সমস্ত মূর্খের দিন পয়লা এপ্রিল কেন—মূর্খেরাও জানে :
আসলে এপ্রিল মাসে পণ্ডিতের হিসেব নিকেশ
শুরু হয়। সরকারী সওদাগরী অফিসের বোকামীর শেষ
নতুন উৎসাহ ভ'রে টেবিল চেয়ারের থেকে দেয়ালের কাণে
প্রতিধ্বনি হ'য়ে আসে। প্রতিটি বছর
পণ্ডিত মূর্খের ভীড়ে, ক্যালেণ্ডারে আঁকা থাকে একক অক্ষর।

২.

অসীম উৎসাহ ছিল দুর্দম বাঁচার—
সম্প্রতি জেনেছি ব্যর্থ বেঁচে থাকা সার,
কেন না জীবন এক অস্থির জ্বালার মত প্রতিটি নিমেষে
নিজেকে অঘাত করে। তারপর শঙ্কা ভয় অন্তিম নিঃশেষে
বৃথা প্রেম, বৃথা সুখ। ব্যাকুল মুহূর্ত ঘিরে বিফল সময়
অসীম উৎসাহ ছিল! সেকি তবে পরিণামে এই পরাজয় ?
এখন বাঁচার মানে আত্মহত্যা কিংবা আরো দারুণ ঘটনা
কাগজে; লোকের মুখে নিত্য হয় ফেনিল রটনা—
বাঁচার চেয়েও সত্য মরে যাওয়া হঠাৎ একদিন,
অসীম উৎসাহ আজ—কবে আমি মরে যাব, উপমাবিহীন।

৩.

তোমাকে আশ্চর্য কিছু ছিলনা দেবার—
অথচ স্বপ্নের বুকে, অলীক ছায়ার মত প্রতিশ্রুতিসার
সময়ের সফেনতা দিয়েছি আশ্বাস ভ'রে স্ফুরিত প্রণয়
তোমার কোমল বুকে, চোখের কাজলে ছিল আলোর বিস্ময়—
ফুলের স্বচ্ছন্দ শাদা রঙ থেকে ঝরে পড়া ঘ্রাণে
নিঃশ্বাস বায়ুর মত পরিকীর্ণ হ'য়ে ছিল প্রাণে
শরীরের গাঢ়তম আত্মীয়তা। আজ
সমস্ত অন্তর থেকে খুলেছ' বিমুগ্ধ প্রেম পরিপূর্ণ সাজ।

তোমাকে দুঃখের ভোরে দিয়েছি রাত্রির শোক, বিষাদ মলিন
তোমাকে দেবার মত তবু তো অশ্রুর ভার ছিলনা সেদিন।

বিলীয়মান মুহূর্তে

পিছিয়ে রেখোনা কিছু, অলস দুপুর বেলা অবহেলাময়
ঘুমে জাগরণে ক্লান্ত শিথিল স্নায়ুর
কোমলতা। চতুর্দিকে স্বেদ অশ্রু ঝরে—
পরিশ্রমী পৃথিবীর স্বরে
কে যেন জানাতে চায় ভাসমান বিলীন আয়ুর
অনিদ্র ব্যাকুল তৃষ্ণা, নক্ষত্রনীরব লোকে মুগ্ধ পরিচয়।

কর্মের সীমানা নেই—অফিস কারখানা জুড়ে পীচের রাস্তায়
অবসরে বেলা শেষ। মলিন শয্যায়
ডুবে থাকে অন্ধকার। শায়িত শরীরে
বিফলতা, অপরাহ্ণ ঘিরে
বারবার ফিরে আসে। জলকণা মুহূর্ত তোমার
বাতাসে মিশে কি যায় সন্ধ্যালোকে মগ্ন হাহাকার?
পিছিয়ে রেখোনা কিছু অন্তিম ধূলায়,
সুখ যায়, খ্যাতি যায়—সমস্ত অন্তর থেকে ভালোবাসা হেলায় লুটায়

চিরনূতনের স্মৃতি

চকিত হওয়ার মত সন্ধ্যালোকে ঝরেছিল জল।
ভোর বেলা মনে হ'ল আমাদের একমাত্র বুকের সম্বল
নবনিদাঘের তীব্র খরতর রৌদ্রের শাসনে
বর্ষণের আশীর্বাদ, মাটির আতপ্ত দেহে, মমতার প্রসন্ন কিরণে।

ভিজে গাছে ফুল ফোটে, স্নানরতা রমণী প্রতিম
হৃদয়ে জোয়ার আসে, চোখের জলের চেয়ে প্রগাঢ় নিঃসীম,
নগরে বন্দরে গ্রামে, মাঠের নিশ্চিহ্ন পথে বৈশাখী হাওয়ায়
যত উষ্ণ ক্ষত দুঃখ জমেছিল ভয়ার্ত ছায়ায়—
সব যেন, সমুদ্র স্বপ্নের মত ভাসাবে উত্তাল,
নোঙরের দিন গেছে। এখন তরঙ্গ ভঙ্গে হৃদয়ের বাঁধভাঙা কাল।

মানুষের সব অশ্রু হাজার বছর ধরে, হাজারো জ্যোৎস্নায়
যদি ধরে রাখা যেত, অমেয় বিশাল পাত্রে স্বর্ণনিভ রঙের ছায়ায়
সেই সব সমুদ্র প্রতিম উৎস, বাঁধ ভাঙা স্রোতে
আকাশে নক্ষত্র লোকে গোধূলি আলোতে
নির্ঝর ধারার মতো ব'য়ে যেত নরম সন্ধ্যায়
তবে তারা বৃষ্টি হ'ত, তোমার গানের মত স্মৃতির বন্যায়।

তোমার সুরের বাণী, ভোরের আলোর ছোঁয়া দেবে কি এখন
পঁচিশে বৈশাখ স্মৃতি বহতা নদীর জলধারার মতন।

প্রণয় স্তবক

১.

প্রেম কোনদিন, জানি—হবেনা রক্তের স্রোতে মাত্রা অতিরেক।
ঘাসের সবুজ দেহে ফোঁটা ফোঁটা শিশির নিষেক
আমার প্রার্থিত প্রেমে মুহূর্ত তোমার,
তুমি কি এমন ছিলে কখনো আমার?
শোকের বিস্মৃত রাতে ভোরের আভায়
বিরতি রহিত ক্ষণে ভুলে ভরা বিষাদ সন্ধ্যায়!

সুরের নিঃসীম গর্ভে ছিল এক বসন্তের কলি—
জোনাকি আলোর মত ম্লান দীপাবলী
ঘরের বাতাসে কাঁপে অন্ধকারে। ভাবি, তুমি আজ
অলঙ্কার খুলে ফেলে সব, পরেছ' নিষ্ফল সাজ
চোখের তারায়। কেন দহন জ্বালায়
আমাকে প্রদীপ্ত প্রেমে রেখেছিলে রৌদ্র অপেক্ষায়
দারুণ গ্রীষ্মের দিনে? কিছু কি তোমার
বুকের দরোজা খুলে রাখিনি সম্ভার
অলস দাক্ষিণ্য ঘেরা প্রদোষের বঙ্কিম বাতাস—
প্রেম, কোনদিন জানি—হবেনা আঁচলে ঢাকা ফুলের সুবাস।

২.

মনের ক্যানভাসে আর সুরম্য শিল্পের
প্রতিমা রঞ্জিত ছবি ভাসেনা এখন—
মন কি আমার নয়? গ্রীষ্মের প্রখর তাপে, অথবা স্বপ্নের
সচল নৈঃশব্দ্য এক ঘুম ভাঙা ভোরের স্মরণ;
শিথিল শয্যায় শুয়ে খোলা জানালায়
শীতের বিস্মৃতি ছুটে আসা এক অলস হাওয়ায়।
মনের ক্যানভাস টুকু তোমাদের গাঢ়তম সুখে

ভেবেছি অঞ্জলি দেব' অনিদ্রার স্বেদ অশ্রু মেখে
প্লাবিত রশ্মির ম্লান জ্যোৎস্নার সম্মুখে—
স্মৃতির নির্জন ছাদে নীলিমা শূন্যের মাঝে হৃদয়ের মেঘে
জীবনের অঙ্গীকার। তোমাদের প্রসন্ন সময়,
ওগো বন্ধু, আমার আজন্ম দুঃখ শৈশবের রাত্রি ঘেরা ভয়;
ভালোবাসা—চোখের জলের আগে সিক্ত অভিমান,
মন কি আমার নয়? তোমাদের সফল সম্মান
আনন্দ তীর্থের পথে দৃশ্যমান সীমাহীনতায়
আমার পাথরে ঢাকা শরীরের অনুভূতি হারাবে কোথায়?

৩.

পাষাণ শয্যার তীক্ষ্ণ কঠিনতা এখন আমার
অস্থিময় অনুভব। বিচ্ছেদ আধার
অনায়াসে তুলে ধরে তোমার গহন
রাত্রির বিষণ্ণ প্রায় নিরুচ্চার মন।
তুমি কি নির্ঝর থেকে ফোয়ারার শাদা মেখে হাতে
প্রস্ফুট জ্যোৎস্নার যুঁই ফুলে ঢাকা ত্রয়োদশী রাতে
অঞ্জলি দিয়েছ' প্রেম? প্রেম শুধু শূন্য হ'তে জানে
হৃদয়ের মেঘ থেকে সুগোল বুদ্বুদ ভারে বৃষ্টি অভিমানে।
আমার একক রাত্রি, প্রদীপের নিস্তাপ আভায়
ভোরের নিঃসীম ঘাসে স্বগতোক্তি হ'য়ে ঝরে যায়
শেফালীর অনুগামী। ভুলে গেছি কতদিন আগে
তোমার মন্দির লগ্ন প্রাঙ্গণের তীব্র অনুরাগে
পুষ্পময় সমারোহ আমার শরীর—
পাষাণ শয্যায় শুয়ে তোমাকে অচেনা লাগে, তারার তিমির।

অপসরণ

নিজেকেও মাঝে মাঝে ভয় করে। ভয়?
দর্পণ রশ্মির বুকে, হঠাৎ অচেনা লাগে প্রতিবিম্বময়
শরীরের অবস্থান। গাঢ় অবসাদ
স্নায়ুর, নিস্তেজ স্বরে অস্থিমাংসে নিথর বিস্বাদ
স্থির, দৃশ্যমান লোকালয়ে, আতঙ্কিত কেন ভয়
চোখের মণিতে কাঁপে? যেন কতদিন আগে শোকের সময়
হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে হৃদয়ে আমার—
ওরা কি দ্বিগুণ হ'তে জানে? ওই শৈশব আঁধার
মায়ের চোখের জলে, ঘুম ভাঙানোর আগে ভোরের হাওয়ায়
যখন শয্যার চেয়ে প্রিয়তম সুখ ছিল, অনুভবে মগ্ন বাসনায়।

ছিন্ন কথনে

১.

বুকের ঘনিষ্ঠ গূঢ় আলিঙ্গনে তবুও তোমায়
কিছুতে যায়না পাওয়া। তুমি অনায়াসে
আপন দূরত্বে স্থির পাহাড়ের মতো
অথবা একান্ত নীল প্রত্যক্ষ আকাশ হয়ে অস্পর্শ তোমার
শরীরে বিচ্ছেদ আঁকো। আমার অস্থির
রক্তের অবহ স্রোত, অধিকারে আজন্ম বিশ্বাসী
যেটুকু পেয়েছি তার চেয়ে আরো অভিমান, অপ্রাপ্তি বিষাদ
অশ্রুর নেপথ্যে ভাসে—অণুতম অমেয় বিস্বাদ
জাগরণে, তন্দ্রার নিষ্ফল স্রোতে স্বপ্নময় ভ্রাম্যমানতায়
পথের নিশানা খোঁজে দহন জ্বালায়।

২.

'বেঁচে আছি' এইকথা প্রাণখুলে কতদিন জানাতে পারিনি
কত পালা বদলের হাওয়া ব'য় সূর্যলগ্ন ভোরের শিশিরে
জ্যোৎস্নার আনত রশ্মি রাত্রির গভীরে
কত কথা ব'লে গেছে স্মৃতি দুঃখে বিচিত্র কাহিনী
সব কি শুনেছি ? হায়, শুধু দৃশ্যমান
পথের সজল রেখা ধূলি সমাকীর্ণ রৌদ্রে পীত অভিমান
যখন ঝরানো পাতা মনে রাখে প্রিয়তম, সবুজ সকাল—
'বেঁচে আছি সমুদ্রের স্বাদ নিয়ে' এই কথা ভুলে গেছি আজ কতকাল !

শারদীয় বিষণ্ণতায়

এমন কি যে আঘাত অনাশ্রয়ী কিংবা অবান্তর
বুকের মাঝখানে তাও স্থির বিদ্ধ স্বরে
রক্তের ফোয়ারা আনে। হৃদয় আরক্ত হ'লে যেন ভয় ভয়
অনুভবে কেঁপে ওঠে বুকের গহ্বর
অথবা নির্জন ছাদে স্মৃতিচারী জ্যোৎস্নার সময়
জন্মের সীমানা ছুঁয়ে মৃত্যুমুখী স্বরে
বলে ওঠে "আঘাতের ক্ষণমাত্র আগে
প্রদীপ জ্বালাতে কেউ চেয়েছিল কোমল সংরাগে।"

স্বপ্নের বিষণ্ন ভোরে, আলোর দরোজা খুলে হৃদয় আমার
বসে থাকে অনাহুত অতিথির লজ্জা নিয়ে আজ
কে তাকে বোঝাবে কেন ঘননীল আহত সংসার
প্রতিশোধে জ্বলে ওঠে ইস্পাত ; হিংসায় ?
কে তাকে জানাবে, মুগ্ধ বিবাহের বেনারসী সাজ
তোরঙ্গ বাক্সের জীর্ণ অন্ধকারে চিরদিন থাকে কেন অন্তিম ধূলায় ?

শারদ নিশীথে এত আঘাতের অন্ধকার আনাগোনা করে
বুকের চারদিক থেকে পিপাসার বৃষ্টিহীন ঘরে !
সেই যে সোনার জলে নাম লেখা হবে বলে কিশোর সময়
জীবনের কাঁটাতারে থেমে যায় ঃ দেখেছি তখন
রমণীয় দর্পণের প্রতিবিম্ব হ'তে চায় অস্থির হৃদয়
অথবা ঝরানো ফুলে, সবুজ গাছের নীচে প্রাকৃত মরণ ।

অকারণে

কাছে এসে ভয় করে। পাছে তুমি নত কণ্ঠস্বরে
তোমাকে চিনি না ব'লে অপরিচয়ের মূঢ় নিষ্ফল পর্দায়
হঠাৎ অদৃশ্য হও। অথচ নিশ্চিত কেন প্রত্যাবর্তনের বেলাশেষে
ছিলাম অবহ সুখে, আনন্দের নিহিত আভায় ?
যদি এ ভয়ের চিহ্ন পথের দুধারে ছিল মাটির গভীরে
শিকড়ে মজ্জায়, রসে গাছের শরীরে
সেদিন বুঝিনি কেন, এই ভেবে চোখ দুটি জলে ওঠে ভরে।

সমস্ত তেমনি আছে, যেমন যাবার আগে দেখেছি সেদিন
বকুল গাছের ছায়া ভোরবেলা, মাধবীর আনত নিশ্চল
অভিমানী কোমলতা। অথবা রাস্তায়
অভ্যস্ত ছবির মতো পরিচিত যাওয়া আসা মুখর মিছিলে
স্কুটারে, সাইকেলে কিংবা পায়ে হাঁটা পথের দু'ধারে
সব মুখ, সব চেনা মানুষের, যথাযথ অস্থির সময়
তবুও তোমার কাছে এসে কেন জমে ওঠে, বুক চাপা ভয় ?

ভার

ওয়েট মেশিনে সূক্ষ্ম ওজনের মাপ জানি ধরা পড়ে যায়
সমগ্র শরীর ঘিরে নিশ্চল পৃথুল অঙ্গ ইহসুখভার
মুহূর্তে চিহ্নিত হয় টিকিটের রেখাঙ্কিত দাগে
তারিখ বর্ণিত এক গাণিতিক হিসেব নিকেশ
সঙ্গে থাকে নিয়তি নির্দেশ
"সময়টা ভালো যাবে—প্রণয়ের বহুবিধ বাধা
আপাতবন্ধুর পথ একদা মসৃণ হবে", ইত্যকার সুভাষিতাবলী।

আমি এক অন্যতর যন্ত্রের ঠিকানা খুঁজি পথের সজ্জায়
বন্ধুর স্ফুরিত মুখে, প্রিয়তম পরিচিত চোখে
যেখানে মুখশ্রী ঘিরে প্রণয়ের সূক্ষ্মতম নিক্তির দোলনে
চেতনার সব অশ্রু সব পাপ বুকের গহীনে
অনায়াসে ধরা যাবে। আমি সেই যন্ত্রের লিখনে
'জেনে নেব' হৃদয়ের কতটুকু ভার আছে—অথবা জীবন
শারীর চেতনা ভুলে মনে রাখে কিনা এই—হৃদয়ের অবহ ওজন।

দাম

অনেক দর্শনী দিলে অভিজ্ঞতার মেলা থেকে, হাটের চারপাশে
চলে যাওয়া যায়। প্রভূত প্রণামী ফেলে
সার্কাসের ঘেরা তাঁবু, নাগরদোলায় কিংবা অন্যবিধ সুখে
অনায়াসে মগ্ন হতে পারো। সংসারে অজস্র ভোগ
ঝলসে উঠছে প্রতিদিন উচ্ছল সুরায়
রঙীন চোখের পাত্রে ভীড়ে ভরা নগর বাতাসে
নারীর বিলোল দীপ্ত কটাক্ষের ইঙ্গিত নেশায়

শুধু যথাযথ দাম দেওয়া চাই। কেন না সম্প্রতি
প্রলুব্ধ রক্তের লোভে পৃথিবী বিক্রীত এক উন্মাদ অসতী।

সমস্ত জীবন ভোর অভিজ্ঞতা বোধ কিংবা জরতী বিদ্যায়
হৃদয়ের শেষ মুদ্রা দিয়ে যেতে হয়,
প্রাকৃত সবুজ থেকে প্রসারিত দিকচক্রে নক্ষত্র সময়
কিশোরী লাবণ্য থেকে ঝরে পড়া রূপশ্রী ঝালর
সব দিতে হয় জানি, মায়াবী আগার খুলে সব
হৃদয় রহস্যে ঢাকা চুণী পান্না মতির সঞ্চয়।

অভিযান

জেনেছি এখন প্রিয় আমাকে অনেক
বন্দরের কোলাহল অতিক্রম করে যেতে হবে।
যেতে হবে দুঃসাহসে, বুক চিরে নীল সমুদ্রের—
ভোরের নিশ্চিহ্ন হাওয়া স্থির হয়ে যাবে,
দুপুরে সূর্যের রশ্মি আঁকাবাঁকা রেখার আঘাতে
জন্ম দেবে সামুদ্রিক অপরাহ্ণ বেলা :
তখন রাত্রির চেয়ে গাঢ়তম অন্ধকারে ভরে যাবে জল।
চোখ মেলে দেখে যাব' চারিদিকে ছড়ানো হেলায়
নিঃসীম সলিল ঘিরে, ঘন কুয়াশায়
ভয়ের চেয়েও আরো অন্যতর তীব্র অনুভবে
দেহ কাঁপে,—ভাবি মরুভূমি, কোনদিন
যদি, জলের সাদৃশ্যে, বালির তরলে ভেসে যায়
সে কি হবে, এমন ভীষণ ছবি! পৃথিবীর প্রথম উষায়
যখন হৃদয় জেগেছিল, হাওয়ার নন্দিত স্রোতে
অথবা শেষের দিনে ভয়ঙ্কর দুর্যোগ সন্ধ্যায়?
সারাটি জীবন ভোর, এমন সমুদ্র জল বন্দর নিশানা

একে একে পার হয়ে যেতে হবে। এই অন্ধকার ঘর
সেও সমুদ্রপ্রতিম। এই অসম্ভব ছুটে যাওয়া
তাও জানি—বিফল প্রেরণা বুকে শুধু এঁকে রাখা—
কবে কোন ত্রয়োদশী রাত্রির জ্যোৎস্নায়
সময়ের পাষাণ অলিন্দ ঘিরে জ্বলে ওঠা বন্দরের আলো
মৃত্যুর দক্ষিণ তীব্র অধিকার অনায়াসে তুচ্ছ করে যাবে।
জেনেছি এখন প্রিয় অনেক নগর গ্রাম বনানী সজ্জায়
হৃদয়ের বনশীর্ষ মধ্যরাত্রে অতিক্রম করে যেতে হবে।

প্রণয় স্তবক

১.

তোমাকে আশ্চর্য লাগে মাঝে মাঝে। অথচ স্মৃতির
উজ্জ্বল ছায়াতে তুমি দু'চোখে আমার
ভরে আছ, গন্ধ হয়ে ফুলের চমকে
তোমাকে ঘনিষ্ঠ স্বরে কাছে ডাকতে তবু কেন, আজো ভয় করে ?
অনুরাগ ক্ষমাপ্রার্থী হতে চায়। কেন না হৃদয়
বড় বেশী অপরাধপ্রবণ এখন।
অবোধ শিশুর মত প্রণয়ের চারুকলা অথবা ছলনা
অশোভন আঁচল ধরার আগে, অধরের রক্তিম আলাপে
অনায়াসে মগ্ন হ'তে চায়। স্বপ্ন সব ঝরে ঝরে যায়
কিশোর বেলায় কিংবা যৌবনের গোধূলি নিষ্প্রভ
অনন্য পশ্চিম ঢালে। সব ভুল, সব অন্ধ মিথ্যা নিরাকারে
তোমার মুখশ্রী শুধু একমাত্র দীপাবলী নির্জন আঁধারে।

২.

বেদনাও প্রতিচ্ছবি প্রণয়ের। পথে যেতে দুঃখবোধ, জানি
অনন্ত পথের বাঁকে পাশাপাশি হেঁটে যাওয়া স্মৃতি—

তারপর, বিদায় ধ্বনির ক্ষত অপবাহু আলোক প্রতিম
অস্তরাগ অন্ধকারে। এইসব কেন মনে হয়
যখন তোমাকে দেখি, যখন তোমাকে দেখতে না পেয়ে ফেরার
পথের অস্থির ছবি জলভরা চোখের মতন
আশ্চর্য প্রশান্ত লাগে। রাস্তার দু'পাশে ভীড়, দোকানের আলো,
নিরশ্রু উজ্জ্বল চোখে রমণীয় রমণীশোভন
মানুষের অবিরাম আসা যাওয়া ট্রামে বাসে নৈশ সিনেমায়—
যেন সব অপরিচয়ের মূঢ়, অস্থির নাগালে
নক্ষত্র আলোর শীর্ষে জ্বলে ওঠে শূন্যবীথিকায়।

৩.

সমস্ত প্রণয়লিপি কিংবদন্তী হয়ে যায় অতিলিখনের
পরিচিত শব্দ মিলে। অথবা নির্জন
মমতা সোহাগ ধ্বনি, অনুচ্চ কণ্ঠের ভারে স্নায়ুর গহ্বরে
রক্তের আবহমান উন্মোচিত আত্মনিবেদন—
প্রলাপের মত লাগে একদা বিকেলে,
কেন না হৃদয় আজ আরো কোন ধ্রুবতম সুখে
রক্তভর বাসনাকে কাছে পেতে চায়।

তাই আমি দূরে থাকি অদৃশ্য ছায়ার মত হেমন্তের ভোরে
শীতের দুপুর বেলা শূন্য অপচয়ে
পাতা ঝরানোর স্রোতে যখন নিরভিমানী স্মৃতির শরীর
জ্বরতপ্ত মুহূর্তের নিঃশ্বাসের ধ্বনি হতে চায়।

কিছুই রাখিনা মনে অপমানে যদি ওঠে জ্বলে
প্রত্যাশার মুখচ্ছবি, তার চেয়ে ঢের ভালো আজ
দূরে থাকা অভিমানে নিস্তল গভীরে।

শেষ দৃশ্য

আমাকে অঞ্জলি ভরে ফুল দিও অন্তিম শয়নে
আর কিছু স্বরধ্বনি কোর উচ্চারণ
সঙ্গীত কবিতা কিংবা আনন্দের উজ্জ্বল স্মরণ
আমাকে বিষণ্ণ শোকে ঢেকোনাকো প্রার্থিত মরণে।

আমি সমস্ত জীবন ভোর—বিষাদ আঁধার ঘরে
দেখেছি রৌদ্রের নীল জলছবি মুছে যায় নির্জন আকাশে
শুনেছি অনুচ্চ কণ্ঠে যন্ত্রণাজড়িত স্বর সজল অন্তরে
কেমন মিলিয়ে যায় বসন্ত বাতাসে।

শেষ দৃশ্যে পট পরিবর্তনের আলো জ্বেলো প্রিয়—
নভোচারিতার সুখ এঁকে রেখো হৃদয়ে তোমার
যা কিছু আমার ছিল একান্ত প্রণয় স্বর্গ মগ্ন রমণীয়।
তাই দিয়ে ঢেকে দিও সব দুঃখ তীক্ষ্ণ হাহাকার।

কিছু ফুল কিছু গান আর কোন শুভ্র কবিতায়
আমাকে জানিয়ো, চির প্রিয়তমা আনন্দ বিদায়।

আত্মনেপদী

সবাই বিবরমুখী : আত্মমগ্ন স্বপ্নচারিতায়
অন্যকে বিদ্রূপ করে। এমন কি আত্মীয় স্বজন
নিতান্ত পরের মত দূর থেকে যাওয়া আসা করে—
প্রতিবেশী ঘনিষ্ঠতা, হৃদয়ের বিনিময়, অলীক এখন
শ্মশান যাত্রীর মত একরাত্রি সমস্বরে হরিধ্বনি করে
আপন সঞ্চার পথে ভোরবেলা চলে যায় ফিরে।

সবাই আদিম গুহামানবের মত আজো স্বদেশে বিদেশে
জীবিকা অন্বেষীমাত্র, ঘরে বাইরে ছোটাছুটি চলে
যতক্ষণ ক্ষুধাতৃষ্ণা, শীতাতপ অর্জনের ফলশ্রুতি ঘটে
তারপর শ্বাপদ হিংসায় তীব্র প্রতিরোধ মেলে
আত্মরক্ষা করে যায়—পাথরে আগুনে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের ফলায়।
অথচ জীবনভোর বাইরে যাবার কত প্রতিশ্রুতি ছিল!
রৌদ্রের লাবণ্য ঘিরে হাওয়ার সোপানবলী অতিক্রম করে
নীলিমা খিলান আঁকা প্রাসাদের স্ফটিক উঠোনে—
অনুচ্চার অভিমানে কত সাধ রক্তভর নিরশ্রু কাতর
দেবকন্যা রমণীর অধরের স্মিত অনুরোধ
শোভিত জ্যোৎস্নার মত সন্ধ্যালোকে জেগেছিল বুকে।

এখন অদৃশ্যলোকে জাতিস্মর ছায়া পড়ে দৃষ্টির কিনারে
মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্নের ঘোরে কারা জেগে ওঠে রাত্রির আঁধারে।

নিরুক্ত আবেগে

আবেগ দেখাতে আজ লজ্জা করে। প্রবীণ মুখোসে
সকলেই ঢেকে রাখে রক্তের বসন্ত বেলা রূপের জোয়ার
অথবা শরীর ঘিরে শ্রাবণের মগ্ন হাহাকার।

সহজ প্রণয় শব্দ উচ্চারণ করা আজ পাপ।
হৃদয়ের রসায়নে উজ্জ্বল প্রার্থিত প্রেম দীপ্ত প্রতিভায়
সহসা দিগন্ত লোকে, নদীজলে সবুজ প্রান্তরে
আবিষ্কার যদি করে জীবনের চকিত সম্মান—
প্রতীক উপমাচিহ্নে স্ফুরিত অধরে অতি সূক্ষ্ম ভঙ্গিমায়
মুখে তার ছায়া আঁকলে অনিন্দ্য গোপনে
অপরাধে আজীবন শুধু জ্বলে যায়।

ভালোবাসা নিষিদ্ধ শব্দের অর্থ গৌরবে এখন
পথে পথে, অথবা বিপথে ভিখারী লজ্জার মতো
একটি দরোজা থেকে অন্য দরোজায়
বারবার ফিরে যায় সকাল বেলায়
অথবা ছুটির সন্ধ্যা অকস্মাৎ ভারি হয়ে এলে
বিপণী সজ্জায়, কিংবা ল্যাম্প পোষ্টে নিয়ন সাইনে
মনে হয়, সমস্ত নিষ্ফল আর্তি একসঙ্গে জ্বেলে
কে যেন অদৃশ্য লোকে বিদ্রূপের স্বরধ্বনি করে—
আবেগ দেখাতে গেলে চোখ দুটি জলে ওঠে ভরে।

সংলাপ

ভালোবাসা, তুমি কাছে টানো একবার। অন্যবার
পদাঘাতে দূর করে দাও,
তুমি যেন, আমার অনিন্দ্যমুখী প্রেয়সী প্রতিম
দুটি হাতের আশ্লেষে, স্থির ব্যগ্র অধিকারে, রক্তচুম্বনের
আবেগ তাড়িত লগ্ন। অথচ যখন
দূর থেকে দূরান্তরে ঠেলে দাও আঘাতে আঘাতে
তখন তোমার কণ্ঠে, বিরহনন্দিত কোন সঙ্গীতের অনুনাদী স্বর
শ্রুতির নেপথ্যে কেন বাজেনা তেমন ?

আমি তোমার নৈঃশব্দ্য ছুঁয়ে, থাকি দূরের নিভৃতে—যেন পথে
অথবা বিপথে, ধূলিসমাকীর্ণ, রৌদ্রে হেঁটে যাই,
কেন যে করুণা করো, কেন বাতাসে নিঃশ্বাস ধ্বনি
আমার শ্রবণে, প্রতিফলনের কুশলতা আনো ?

আমি বিষণ্ণ নায়ক হতে চাইনি কখনো। তবু
তোমার রক্তাভ চোখে তীক্ষ্ণ অনাদরে
চলে যাই—আগামী অদৃশ্য, গূঢ় নিয়তি লিখনে
শব্দ হতে, অক্ষর সজ্জার, ভারবাহী শ্রমিকের
নত অপমান হতে। তুমি কলঙ্ক মাখাতে পারো—
স্নায়ুতে মজ্জাতে, দৃঢ় অস্থির প্রসারে, তবু
বীতমুহূর্তের তীব্র রক্তের আস্বাদে
ভরাতে পারো না আর নিষ্প্রভ হৃদয়।

দেওয়ালের লিখন

সমস্তই প্রত্যাদিষ্ট। এমন কি অস্ফুট হৃদয়
পরিণামী নিশ্চুপ কণ্ঠের যে কথা জানাতে চায়
বকের ডানায়, কাঁপা অদৃশ্য ছন্দের, তীক্ষ্ণ সাহসী প্রণয়
নভোনীলিমার বুকে নৃত্যপরা গমন ভঙ্গীতে
তেমন কি সব কিছু বেজে ওঠে ঘুমে? নম্র আচ্ছন্ন তন্দ্রায়—
অথবা স্বপ্নের মতো শ্রুতিময় রবীন্দ্র সঙ্গীতে?

নিয়তি নিহিত সবই। এই সব দেখা শোনা সান্ধ্য অবসরে
প্রতিটি ছুটির দিনে, পরিচিত আর্দ্র কণ্ঠস্বরে
উত্তাপ আবেশে ভরা সস্মিত আদরে, মগ্ন কোমল আহ্বানে
"আমাব হৃদয়ে এসো, আমাদের কাছে এসো" গানে

কে যেন ছোঁয়াতে চায়, নিরুক্ত কণ্ঠের তাপ,—ঠোঁটে
আলিঙ্গন ভারে। হায়, বোঝে না কেন যে সব ভস্ম হয়ে লোটে
শ্মশানে, অলীক প্রেমে উচ্ছ্বসিত নায়ক সংলাপে
ক্ষমাহীন, অন্ধ অনাদরে, ভগ্ন পরিণতি মাপে।

যদি সব ললাট লিখন, সব অমোঘ চিহ্নিত প্রতিভাসে
যদি এ জীবন, পরিণামী অনাসক্তি, যেন গোধূলি আকাশে—
অভিজ্ঞতা তবে কোন কোমল মাটির চিহ্নে অঙ্কুর আধারে
মহীরুহ হতে চায় ?   ভূগর্ভে প্রোথিত শিরা উপশিরা পারে
রৌদ্রময় বাতাসের জোয়ারের বুদ্বুদ মরণে—
সবই যদি প্রত্যাদিষ্ট, তবে কেন কাছে আসা অশ্রু নীরাজনে ?

দ্বৈত দৃশ্যে

যুগ্ম মূর্তি গেঁথে রাখো হৃদয়, তোমার মন্দিরের
ভাস্কর্য রেখায়—মুগ্ধ প্রেয়সীর মানবী শরীর
প্রাত্যহিক নীরাজনে। শোভিত আদরে, ওষ্ঠে স্তনাগ্র রেখায়
বিস্মিত রক্তের স্বাদে এক মূর্তি তুলে ধরো তুমি।
অন্য মূর্তি, শিল্পের মায়াবী চিহ্নে রমণীর রাজরাজেশ্বরী
প্রতিমা বিম্বিত করো ঈশ্বরী প্রতিম।

প্রিয়তমা, তোমার জ্যোৎস্নায়, যুগল নারীর মতো।
অধরে সস্মিত, হাসির বিমুগ্ধ ভাঁজ,—যেন আলো আঁধারের
কিশোরী বিস্ময়। চোখে, একবার বিদ্যুৎ জ্বালা ; অন্যবার স্থির
নিথর দীঘির বুকে কাঁচরঙা জল কোমলতা।

যুগ্মমূর্তি গেঁথে রাখো তোমার, রক্তের নিবেদনে
হৃদয়।   তারপর আরতি লগ্নে, প্রদীপ জ্বালিয়ে
ভিতরে আশ্চর্য দৃশ্যে জ্বলে উঠছে দ্যাখো
মিলিত লাবণ্য বিভা ঈশ্বরী নারীর।

যুগ্ম প্রতিশ্রুতি স্মরণে

প্রতিশ্রুতি ছিল, আমি হিরণ্য নিষ্যন্দী এক রৌপ্য লেখনীর
কবিতা ঝরাবো প্রিয় হৃদয়ে তোমার—
ফাল্গুন বিকেল বেলা দেবদারু গাছে
যখন হাওয়ার কণ্ঠে বেজে ওঠে গান,
প্রতিশ্রুতি ছিল তুমি হয়ে উঠবে প্রার্থনা আমার।
মার্চের প্রখর রোদে ভাবি, সবই গতজন্মে জাত উপকথা—
যেন, না বলা কণ্ঠের মায়া, যেন না শোনা শ্রুতির
নেপথ্য সুরের সূক্ষ্ম কারুকার্য। অথচ হৃদয়
কেন যে নিষ্ফল অশ্রু বিসর্জন ধরে রাখতে চায়
আঘাতের, ভিতরে সুতীক্ষ্ণ জ্বালা অপমান ভার।

ভালোবাসা, কত নমনীয় হতে পারে? কত সহনশীলতা—
সহজেই গেঁথে রাখে বুকের দেওয়াল জুড়ে দেবী প্রতিমার
ঝুলন্ত আলেখ্য দেহে যন্ত্রণার নীলে,
মনে কি পড়ে না, কবে এইসব প্রতিশ্রুতি তুমি দিয়েছিলে?

অবস্থান্তরে

থমথমে ঠাণ্ডায়, আর গনগনে গরমে
চারিদিক কেঁপে উঠতে চেয়েছিল কবে!
রাত্রির নিদ্রিত ঘরে, দিনের ভয়ঙ্কর স্থির উন্মত্ত জোয়ারে
কোল্ড স্টোরেজের মৃত্যুহিমে, ব্লাষ্ট ফার্ণেসের বুকে
দুরন্ত মানুষ ছুটে যেতে চায় শহরে বন্দরে
হৃদয়ে বরফ চাই—অ্যামোনিয়া ছড়ানো চারদিকে
জীবনে আগুন চাই, দগ্ধ কার্বনের
তরলে, গ্যাসের চাপে, বিস্ফোরণ মাত্রার মিনিটে।

এইসব চরম উপমা কার রক্ত কবিতায়
ভরেছিল ? এইসব ভয়ঙ্কর প্রাকৃত ঘটনা
বুকের ফাটলে ভরবে বলে কেউ ঘরবাড়ী ছেড়ে
চুল্লীর চেয়েও উষ্ণ হৃদয়ের কুশলী উত্তাপ
ঢেলে দিতে চেয়েছিল রক্তের প্রপাতে
পৃথিবীর মাঠ নদী ভরা যত কারখানা ইঞ্জিনে—
যেখানে ঈশ্বর স্থির অবিবেকী আশ্চর্য বিজ্ঞানী,
যেখানে মানুষ নিজে, অণুপরমাণুসার সূক্ষ্ম উপাদানে
তরলে, কঠিনে বাষ্পে—তাক বন্দী ছোট বড় ঘরে
দেশে দেশে ল্যাবরেটরীর ফ্লাস্কে অথবা শিশিতে
নিরন্তর বদলে যায়—গ্রহাণুপুঞ্জের তীব্র আবর্তন মাপে
বিশাল বিস্তৃত এক ষ্টপওয়াচের দীর্ঘ কাঁটার বিক্ষেপে।

মৃন্ময়ী অনুভবে

মাটির উঠোনে আমি হৃদয়কেই চেয়েছি সাজাতে ঃ
আজ দেখি তার, রাজসিংহাসনে তীব্র প্রলোভন।
মাটির প্রদীপে আমি, তোমাকেই জ্বালাতে চেয়েছি
তুলসী গাছের পাশে প্রাচীন প্রণাম মন্ত্রে নিশ্চল আঁচলে
ছড়ানো নিষ্পাপ স্থির ভঙ্গীর প্রতীকে—
এখন বিস্ময়ে দেখি বিদ্যুৎবাহিত ফ্লাডলাইটের আলোয়
তোমার শোভন, চারু আকর্ষণ নীল হয়ে জ্বলে
উজ্জ্বল ঘরের তাপে। নেমে আসি পথের মাঝখানে
যেখানে ভীড়ের কণ্ঠে, মাটির উঠোন
অথবা প্রদীপ আর কোমল সন্তাপ
একাকারে মিশে যায় প্রসাধনে সজ্জিত সন্ধ্যায়।

অনুচ্চারিত কথনে

(শ্রীমানস রায়চৌধুরী প্রিয়তমেষু)

১.

কেন যে এমন হয় জানি না। অথচ বিস্ময়ের
হীরকখচিত, স্থির দ্যুতিময় হৃদয়বিস্তার
কি ভাবে গুটিয়ে আনে, পাখীর ডানার মতো, নীড়ে
ফেরার বিষন্ন লগ্নে—সান্ধ্যব্যাকুলতা যখন নিষ্পাপ বাজে।
কেন যে বিদ্যুৎ জ্বললে ভিতরে ভিতরে সব আয়োজন চলে
আঁধারের ? দৃশ্যান্তরে নিয়ে চলো, আমি
খিলানের পাশ দিয়ে চিরদিন শ্বেতপাথরের
মোমবাতি জ্বলে ওঠা ঘরে—প্রবেশ করতে চেয়েছি।
অথচ সিঁড়িতে, গোলক ধাঁধাঁর মত ভয়ঙ্কর
কোথায় আমাকে টানে, যন্ত্রণাবাহিত গুপ্ত ঘরের নিয়তি।

২.

আজ রাত্রে বৃষ্টি এল, তোমার স্মৃতির মত চকিত আঁধারে—
আকাশে নক্ষত্র বিন্দু নিভে গেছে কিছুক্ষণ আগে,
শীতল বাতাস যেন হৃদয়ের অন্তরীয় মগ্ন উন্মোচনে
অনাবৃত করে দেয়—তোমার অঝোর স্মৃতি ছিল যে গোপনে।
আমি তো অব্রত রিক্ত, অনাদৃত স্পর্শহীন দূরে
এতকাল, দেখেছি সূর্যের রোদে বরণীয় মানুষের ভীড়
নিওন শোভনে, সান্ধ্য আলোক সজ্জায়, তীব্র উৎসব জোয়ারে
তোমার অনিন্দ্য মুখ। আমি সব ভুলে তো ছিলাম
তোমার স্মৃতিকে নিয়ে, তবু আজ বৃষ্টি এল অশ্রু অভিরাম।

পরিণতি

অনবধানের চিহ্নে মমতার আধো ভেজা চোখ
ক্রমশঃ শুকিয়ে যায় দু'চোখে তোমার। পরিণতি জানা ছিল ঠিক
বুকের ভিতর থেকে অথচ কিসের
করুণ মোচড় যেন হায় হায় ধ্বনি করতে চায়—
একদিন মধ্যরাত্রে ঘুমহারা কাকজ্যোৎস্নায়
ছাদের আলসের কাছে দাঁড়িয়ে হঠাৎ
নিষ্পাপ শ্রুতির মধ্যে প্রতিধ্বনি তার
বাজে কি বাঁশার মত অন্ধকারে স্বরধ্বনিময় ?

মানুষের হৃদয় আকাশে কোন স্থির
ধ্রুবতম নক্ষত্রের প্রতিফলনের আলো নেই—
এমন কি, সবুজ বুকের মধ্যে শিশিরের জলবিম্ব নেই।

ঘনিষ্ঠ আহ্বানে, প্রেমে করুণার অপলক চোখে
ছলনার দক্ষ যাদুকর শুধু নয়ন শোভন
প্রতিচ্ছায়া এঁকে যায় শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী রাতে—
এইসব মনে হয় ছুটির দুপুরবেলা। গ্রীষ্মদহনের
যন্ত্রণাকাতর চোখে, বৃষ্টিহীন মরুভূমিময়
"জল দাও, প্রাণ দাও" বলে এক আর্তধ্বনি জাগে,
তোমার বুকের মধ্যে যে আকাশ প্রতিষ্ঠিত আছে
সেখানে ঘনিষ্ঠ মেঘ অবারিত বর্ষণ ধারায়
কেন যে ভেজাতে চায়নি কোনদিন শরীর আমার
এখন ক্রমশঃ সব জানা হ'তে থাকে।

কথোপকথনে

১.

বড় বেশী অধিকার চেয়েছিলে। তাই
আনত চোখের জলে, শুধু অভিমান
শ্রাবণের ভোরবেলা বকুল ফুলের মতো, পথে পথে আজো
প্রসারিত হতে চায়। কেন স্থির ঘনিষ্ঠ আগ্রহে
ভেবেছিলে তুমি খুব সাহসী শিরায়
রক্তের বাঁকানো গতি ধরে রাখতে জানো?
নিজের ছায়ার মধ্যে কত শঙ্কা জেগে থাকে, কত
নিষ্ফল রাত্রির স্বেদ ঝরে যায় ভোরের আলোয়
কিছুই শোননি, লুব্ধ অহঙ্কারে মেতেছিলে শুধু!

বড় বেশী আপনার মনে করে হঠাৎ কখন
বুঝেছ ফেরার বেলা রৌদ্রবিকিরণে, খর গ্রীষ্মের প্রতাপে
যা কিছু পাওয়ার ছিল, যা কিছু আশার—
সে সব আঘাত রক্তে চিরদিন ঝরে ঝরে যায়,
বুকের গোপনে, মুগ্ধ ওষ্ঠের হাসিতে ভরা নশ্বর আভায়।

২.

বারবার ফিরে আসি তোমার সবুজ অভিমানে
যেখানে নিয়তিসার অশ্রু শিশিরের ছোঁয়া গাঢ় হয়ে জমে—
অথবা উজ্জ্বল পটে, নিশ্চল দুঃখের রঙ বিচিত্র আলোয়
বিস্মিত বর্ণালী ধরে। মনে হয়, আমি এক বিশাল হৃদয়ে
হিরণ্যনিন্দিত এক ধাতুর নিখুঁত স্থির কারুকার্যময়
অনন্ত শিল্পের মূর্তি। তবু কোন নভোচারী শোকে
ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টি দুর্যোগের নিষ্ঠুর আঁধারে
ক্ষয়ে যেতে চায় সব। নিষ্ফল মালিন্য লাগে বুকে

তুমি চিরদিন জানি, সুন্দর আলেখ্য, মুগ্ধ দেবী প্রতিমার
মানবী শরীর হয়ে মিশে আছো প্রিয়,
তবু আমাকে করুণা কেন করে যাও? কেন, আকৈশোর বেলা
আমার দু'চোখ ভরে এঁকেছ' আয়ত নীল চিন্ময়ী আকাশ
বিদায় ধ্বনির শেষে বারবার ফিরে আসি তাই
বিবাহ বাসরে কিংবা মধ্যরাত্রে শ্মশান শয্যায়
তোমার আঁচলে ঢাকা চারুগন্ধ ফুলের শাদায়।

খাড়াই পাহাড়ের নীচে

১

শেষবার ক্ষমা চেয়ে চলে যাব। বলে যাব, 'আমি পৃথিবীর
ধূলি মলিনতাসার, দীনতার অভিমানে ছিলাম একাকী।"
বলে যাব, "আমি চোখের জলের স্বচ্ছ স্ফটিকের পরিণতি—
সমুদ্র প্রতিম গর্ভে বহুকাল নির্বাসিত হয়ে আছি তাই,"
আজ পালাবদলের প্রার্থিত মুহূর্তে মনে হয়
যদি কোন চিহ্ন রাখি, তবে কি আমার
অন্তিম নিঃশ্বাসে বাজবে, তোমাদের সূক্ষ্ম করুণার
নরম কণ্ঠের ধ্বনি? কে আমাকে বলে যাবে আজ
হৃদয়েরও ধ্রুবতম রঙ ছিল, রক্তের চেয়েও মুগ্ধ কিশোরী লজ্জায়
গোলাপ পাপড়ির মত ওষ্ঠের কাঁপনে ছিল অভিমানী স্বাদ!
এমন মধুময়, লুব্ধ ভ্রমর বাঞ্ছিত, পুষ্প পৃথিবী উদ্যানে
আমি কতদিন, শোন—ভালো নেই আজ।

২.

আমি চিরদিন শুধু, বুকের দুয়ারে ঘর বাঁধি।
অতর্কিত দুঃসাহসে প্রবেশের মুক্ত অধিকার
কোনদিন পাইনি আমি। নেপথ্যের কারুকার্যে, স্থির

হিসেবী শিল্পীর মতো হৃদয়ের প্রজাপতি রঙ
মেশাতে চেয়েছি, মগ্ন মুখের লাবণ্যমাখা শাদা ক্যানভাসে
অথচ তুলিতে আজো রক্তের ঘনিষ্ঠ রঙ জ্বলেনি উজ্জ্বল।

সমস্ত জীবনভোর প্রতিধ্বনি, প্রতিচ্ছবিময়
অদৃশ্য নিয়তি এক বসে থাকে শরীরে আমার—
আমি অর্বাচীন শব্দ অন্বেষণে, কোনদিন প্রিয়
শিখিনি যৌবন কণ্ঠে ভালোবাসা কার শুদ্ধ নাম।

অতিথি

সম্ভ্রান্ত অতিথি হয়ে সময়ের সাবধানী আলো
দরজার বাইরে এসে কড়া নাড়ে। নীচু কণ্ঠে বলে
'বাড়িতে আছেন নাকি? ভিতরে মলিন
সায়াহ্নপ্রতিম মগ্ন অন্ধকার দরজা খোলে। অতিথি আমার
ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে শুদ্ধ ভদ্র আচরণে
চায়ের পেয়ালা ছুঁয়ে বলেন, 'এখন
আপাতত আসি।' দেখি উত্তর হাওয়ায় শুধু কাঁপে
জানালায় ঝোলানো পর্দা, ভাঙা ঘরে গরাদের ফাঁকে।

চিত্রিত হৃদয় থেকে ফিরে যায়, দৃশ্যহীন শূন্য ইশারায়
নিভৃতরূপিণী, মুগ্ধ রাত্রির জ্যোৎস্নায়—
ভালোবাসা, চিরদিন দু'চোখে আমার
অতিথিপ্রতিম স্নিগ্ধ — উজ্জ্বল আবেশে
বুকের ভিতর দিয়ে চলাচল করে যেতে চায়।
আজ আমি গাঢ় কণ্ঠে মিনতি আহ্বানে
দক্ষিণ হাওয়ায় রাখি রক্তভর আত্মনিবেদন।

বিচ্ছেদ কথনে

১.

তোমার প্রতিমা আঁকি বুকচেরা রক্ত কণিকায়
জীবনের ক্যানভাসে। তোমার মুখের রেখা অস্পষ্ট হাসির
চারু ভ্রূভঙ্গীর অভিমানী নিশ্চল প্রেরণা
কেন যে দু'চোখ ভরে জল আনে? আমি শিল্পীর অক্ষম তুলি
বারবার মুছে ফেলি রেখাময় কারুকার্য। কেন যে অমন
নিভৃত আড়াল থেকে ডাক দাও? কেন অন্তিম রক্তের শেষ
আপতিত বিন্দু চাও? প্রতিকৃতি সম্পূর্ণ গৌরবে
আমার চোখের সামনে জ্বলে উঠবে বলে
তোমাকে প্রেমের চেয়ে অনায়ত্ত নীল অভিমান
দিতে চাই, নতজানু ভঙ্গিমার ছলে।

২.

চোখের জলের চেয়ে অন্যতর ঋণ আমি রাখিনি কখনো।
দেখিনি দু'চোখ ভরে রৌদ্র অপেক্ষায়
অবিরাম, সফল সোপান বেয়ে মুগ্ধ নীলিমায়
প্রতিদিন কারা উঠে যায়। চতুর্দিকে তারবার্তা চলে
অভিনন্দনের মুগ্ধ শব্দাবলী—অমেয় সাক্‌সেস্ চিহ্নে অক্ষরে অক্ষরে
লালনীল চিঠির কাগজে, প্রত্যাবর্তনের পথে
প্রতীক্ষার কুশলী আলাপে কার আকাঙ্ক্ষার রাজবেশী মুখ
রমণীয় মূর্তি ধরে। এই সব মনে পড়ে যায়
আত্মঘাতী অন্ধকারে—নিশ্চল পাথরে তীব্র রক্তক্ষরণের
যখন যন্ত্রণামুখী বেলা যায় মস্তিষ্কের শিরায় শিরায়,
তখন চোখের জলে কিছু খাদ, কিছু সোনা—আর
ভয়ঙ্কর মেকী সব পাথর দেনার
রক্তস্রাবী পরিশোধ সমস্ত জীবন ভোর চলে।

পরিণতি

তোমার চোখের সামনে কি যেন হওয়ার
রমণীয় আয়োজন, সমস্ত জীবন ভোর ছিল যে হৃদয়ে—
সে কি প্রণয়ীর রাজবেশ? কিংবা কাতর চোখের
অভিমানী আর্তনাদ? তুমি, দুঃখের গভীর থেকে
মাঝে মাঝে কাছে এসে কথা বল; অথবা তোমার
সম্ভ্রম অলিন্দ থেকে ছুঁড়ে দাও হাসির ফোয়ারা।
আমি কেঁপে উঠি, স্পর্শের দূরত্ব থেকে, নিষ্পাপ ওষ্ঠের রম্য অভিনয়ে
কুশলী তোমার তীক্ষ্ণ ভয়াবহ অন্তিম ছলনা
এখন বুকের মধ্যে জ্বলে উঠতে চায়।

শিল্পের মুকুরে যত নায়িকার প্রতিচ্ছবি ভাসে
তুমি তার অতি সূক্ষ্ম ঘনিষ্ঠতা থেকে এক বিচ্ছেদের কঠিন পর্দায়
নিজেকে আড়াল কর; তবে কি আমায়
নিঃশেষে পাঠাতে চাও, অপরিচয়ের মূঢ় চির নির্বাসনে?
তোমার চোখের বাইরে, চলে যাওয়া আয়োজন তাই
রক্তের মন্থর স্রোতে গড়ে ওঠে ভিতরে ভিতরে

ভেবেছিলাম

ভেবেছিলাম যেখানে আছি, রৌদ্রে কিংবা মেঘে
তোমার আঁচল ভরা আকাশ নরম হয়ে জেগে
হয়তো ছিল। কিংবা বিষাদ নির্জনতা—আলো
সেখানে যদি রক্ত ঢেলে, না পাই কিছু ভালো
জানবো আমার কৃপণতায় মুগ্ধ আত্মরতি
এখনো খুঁজে পায়নি চরম ধ্বংস পরিণতি।

অণুপ্রমাণ ক্ষুদ্র হয়ে আছি তোমার চোখে
আরো কত সূক্ষ্ম হবো? মরুপ্রতিম ঠিকানাহীন লোকে
লক্ষবালির গভীরে যদি নির্বাসিত কর।
অপমানের অন্তরালে বল' এ কেমন তরো
করুণাকারুকার্যে নিখুঁত শিল্পরেখা টানো?
অথচ স্থির হিরণ্যাভ অভিজ্ঞতায় জানো
আমার ব্রাত্য হাতের ছোঁয়া হবে না গ্রহণীয়।

ভেবেছিলাম যেখানে আছি, সেখানে স্মরণীয়
যদি না হতে এখনো পারি আজ—
রাখবো সাবা শরীর ঘিরে, তোমার তীব্র, কলঙ্কিত সাজ

দ্বিধা

মুখ তুলে তাকাবো না। ব'লব না চারিদিকে চেয়ে
আমাকেও মনে রেখো, যেমন রেখেছ' মনে সহসা কখনো
কাকচক্ষু দীঘি জলে শুভ্র প্রসন্নতা
অথবা বিকেল বেলা মাঠভরা আকাশের আলো—
সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে, যেমন হঠাৎ ভাব' তুমি
কি যেন হারালো পথে—ছিন্ন অবশেষ
কোথায়! কোথায়! ঃ তেমন চকিত ক্ষণে
আমার বিস্মৃত নাম, কোরনা অলীক উচ্চারণ।

হারিয়ে যাওয়াই ভালো, স্বপ্নে কিংবা গতজন্ম-বাহিত সংশয়ে,
জাগরণে, এত অভিমানী ক্ষয়, জানি—ভালো নয়ঃ
কিন্তু কোন অদৃশ্য নেপথ্যে ভাবি এই অবেলায়
নিশ্চিন্তে হারিয়ে যাবো? হারানো শিখিনি কোনদিন,
যেখানেই চলে গেছি, সেখানেই স্মৃতি কার, কোমল প্রণয়ে

দ্বিধাহীন এসেছে বুকের মধ্যে। কাউকেই দেখব'না বলে
চোখ বুজে থেকেছি আড়ালে কতকাল,
শুধু অদেখা দৃশ্যের ছবি, না শোনা শ্রুতির
সমারোহ, মুহূর্তেই হয়েছে উজ্জ্বল।

এইসব বিপরীত স্থির ভাবনার
চড়াই উৎরাই ভেঙে, এখন দ্বিধার
সমুদ্র বালিতে আছি, সৌরকরে, মুগ্ধ নক্ষত্র সভায়।

অদৃশ্য কথোপকথনে

তোমার বুকের কাছে, সমস্ত অশ্রুর ফেনা সান্ধ্য কোলাহলে
সহসা ঝরাতে যেন তীব্র ইচ্ছা করে।
প্রতিদিন ভোরবেলা পাখীর ডাকেব তুমি
স্বপ্নের নিরভ্র এক প্রাসাদের অন্ধকার থেকে
আমার দু'চোখ ভরে দিয়েছ আলোক—
সে কি সৌরবিভা ছিল, চিরদিন হৃদয়ে আমার?
শেষরাত্রে জ্যোৎস্নাভরা ছায়ার গভীরে আরো ছায়া
কেন যে ঘুমের মধ্যে তোমার প্রতিমা হয়ে জলে উঠেছিল,
কেন, বুকের মাঝখান থেকে, হায় হায় ধ্বনিপুঞ্জ
প্রভাত পাখীর গানে সুর বেঁধেছিল?

কিছুই জানিনা। শুধু, অঝোর চোখের জলে, দেখি
জানলার বাইরে স্থির নীলিমার শান্ত শুয়ে থাকা,
প্রচ্ছন্ন প্রণয়ে দীপ্ত রৌদ্রের মুখশ্রী জলে বনশীর্ষময়,
এইমাত্র মনে হ'ল তোমার বুকের কাছে সর্বস্বহারানো
চেতনার নীল রাখী বাঁধা আছে, আজ কতকাল!

দূরান্তরে

ক্রমশঃই দূরে যাওয়া। পরিবর্তনের
অতিদ্রুত দৃশ্যপট, পথের বিলীয়মান স্রোতের কিনারে
নিরন্তর উন্মোচিত। ট্রেনের চাকার শব্দে স্টীমার ধ্বনিতে
মর্মান্তিক বার্তা চলে সাঙ্কেতিক বিদায় অক্ষরে
টেলিগ্রাফের চেয়েও নিপুণ আয়াসে—
সংসারে, হৃদয়ে সূক্ষ্ম, প্রণয়ের মুগ্ধ অভিনয়ে
চিরদিন, বিচ্ছেদ প্রাচীর দেখি উঠে যায় বুকের মাটিতে।

দূর থেকে আরো কোন, অতিপ্রাকৃতিক দূরে চিহ্নিত আমার
হৃদয়ের শেষ ইচ্ছা থেমে যাবে জেনেছি এখন—
পরিচিত কাছাকাছি এই সব দেখাশোনা, কাঙ্ক্ষিত নরম
মুখশ্রীর আকর্ষণ ক্রমশঃই ফিকে লাগে তাই,
অথবা জীবন, বুঝি এমনি নিষ্ফল সব আয়োজন ভারে
চেয়েছিল নিজেকে ভোলাতে, ক্রীতদাসত্বের স্থির
অনাদৃত ভঙ্গিমায়? তবু নিরন্তর
কোথায় অশ্রুত বাজে, অদৃশ্য ঈথার জুড়ে, ‘বিদায়, বিদায়’।

বিদায়ের আগে

সমস্তই ছেড়ে যেতে হবে। ভোরবেলা উঠোনের
মাধবীলতায় ঘেরা আনত ভঙ্গিমা
ছড়ানো বকুল ফুলে পথের নিশানা—
নীলকণ্ঠ পাখীদের মনোরম গান,
ছেড়ে যেতে বুক ভাঙবে, জমে উঠবে ঠাণ্ডা অভিমান;
বুকের ভিতর থেকে হায় হায় ধ্বনি
কে যেন বাজাবে এখনি।

না, আমি যাবনা আজ। আরো কিছুকাল
পৃথিবীতে দাগ রাখবো রক্তের অক্ষরে
বলে যাবো, যে কথা বলেছি আগে মূঢ় প্রব্রজ্যায়
যে ব্যথা সুরের মত তোমাদের কঠিন হৃদয়ে
ছড়াতে চেয়েছি, তার গোপন উৎসের মুখে ছিল মুগ্ধ এক
বাঁচার অকুণ্ঠ দাবী। সজল চোখের কোণে মিনতি প্রতিম
ভালোবাসা, অথবা নীলিমা ঘেরা হৃদয়ের আলো
যে নামে ডাকোনা তাকে। সংসারের তীক্ষ্ণ কোলাহলে
জয়ধ্বনি বেজে ওঠে সাফল্যের মিনারে মিনারে—
আমি বিজিত নায়ক ক্ষোভে, আছি—যদিও নিষ্পন্দ এই ধূলি সমতলে
বিদায় মুহূর্ত আগে তোমাদের বুকের পাথরে
লিখে রাখব শিলালিপি, অথবা নিরভিমানী শিশির লিখন।

বারান্তরে

বারান্তরে দেখে নেব। এই উত্তর বাতাস, একদা নিঃশেষ
মৃত্যুর অলক্ষ্য পথে শূন্য হ'য়ে যাবে—
আমাদের প্রার্থনায় চেয়ে থাকা আনত লজ্জার
অন্ধকার ইতিহাস একদিন উন্মোচিত হবে।

পৃথিবীতে আজ, অনাবিষ্ট মানুষের, মুখের উদ্ধত বেগ।
চারিদিকে শব্দ করে তীক্ষ্ণ অহঙ্কারে—
তোমার শোভন লাবণ্য কিংবা নরম হৃদয়
কি আশ্চর্য সেখানেই প্রতিধ্বনি করে।
আমাদের তন্ময় যন্ত্রণা থেকে, শব্দ অর্থ বাকপ্রতিমাব
কে হবে প্রত্যাশী তবে? কবির নন্দন বনে আজ
রমণীরা অভিসার ভুলে শুধু ভ্রমণ বিলাসে
মাঝে মাঝে কেন আসে? অথবা কবির তীক্ষ্ণ লেখনী ধারায়

অনশ্বর প্রতিমার মুখচ্ছবি জ্বলেনা তেমন—
পৃথিবীতে কবিদের মৃত্যু তিথি স্বচ্ছন্দে পালিত হবে বলে
মহিলারা হাসিমুখে আমন্ত্রণ লিপি সব করেছে গ্রহণ।
বারান্তরে দেখে নেব। কি দেখব' জন্মজন্মান্তরে?
পৃথিবীতে সুখ মিথ্যা, স্বপ্ন সাধ মিশে যায় অলীক গহ্বরে।

নিবেদন

১.
তোমার হৃদয়ে ছিল হিমাদ্রির তুষার সম্বল
কঠিন জমাট ভার। মমতার রৌদ্র বিকিরণ
ঠিকরে যায় চারিধারে—প্রতিফলনের—
কুশলী বাধায়, ঋজু রেখার মহিমা জানি দীপ্ত ভঙ্গিমায়
তোমার স্বভাব, স্পষ্ট অতৃপ্তিবিহারী, ক্ষুব্ধ অভিমানী মুখ
নিখুঁত চিত্রিত করে। কত যে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রমনের
ছাড়পত্র, যদিও পেয়েছি, তবু দুয়ারে তোমার
ইস্পাত কঠিন পর্দা ঝুলে থাকে আজ—
সেখানে সতর্ক এক প্রহরীর আবছায়া মুখে
দেখেছি সভয়ে আমি বেদনার নিষ্ঠুর আঁধার,
ভোরবেলা মনে পড়ে, সে প্রহরী হৃদয় তোমার।

২.
বীজ বোনা খররৌদ্রে আমাকেই ডেকে নিও কাছে
মাটির ফলন্ত গর্ভে, আদিগন্ত প্রসারিত মাঠে
যেখানে রক্তের মতো পরিশ্রমী স্বেদ ঝরে, প্রতিদিবসের
সংশয়ী লজ্জায়, রিক্ত সান্ধ্য প্রত্যাবর্তনের পরিচিত পথে।
আমাকে আপন করে ডেকে নিও নিষ্ঠুর আলোয়

মৃত্যুর শাণিত অস্ত্রে যখন বুকের
নিষ্পাপ কোমল পর্দা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়,—পুষ্পসমারোহে
যখন ফুলের চেয়ে অনিত্যসুরভিসার জীবনের অস্ফুট মঞ্জরী
চকিত দৃশ্যের মত ঝরে যায়। তোমার আহ্বানে
আমি তো প্রস্তুত আছি হৃদয়ের নীল অভিমানে।

৩.

আমাকে ডেকোনা কাছে ফসলের মনোরম ভোরে
হলুদ শস্যের গায়ে যখন রৌদ্রের
উজ্জ্বল রশ্মির আভা জ্বলে উঠতে চায়—
নবান্ন উৎসবে, স্নিগ্ধ উঠোনের চারপাশ ঘিরে
মাধবী লতার গন্ধ ঝরাবে যখন,
তখন সহজ মনে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিও আমার স্মরণ।

আমাকে ব'লোনা কবে শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী রাতে
তোমার কণ্ঠের স্বর জ্যোৎস্নার মায়াবী ঝালরে
কেঁপে উঠেছিল প্রেমে মমতার আরক্ত আবেগে,
এইসব দেখাশোনা, ভালোবাসা নরম আহ্বান
তোমার শরীর ঘিরে এনেছিল তীক্ষ্ণ আলোড়ন
বিদ্যুৎপ্রবাহী আলো, সৌরতাপ চুম্বকপ্রতিম
অবিচ্ছেদ্য আকর্ষণ। আমি, তোমার গৌরবে আছি
দৃশ্যান্তরে, আনন্দিত অভিমানী। দূরে আছি সুখে
আমাকে ডেকোনা কাছে, উচ্ছ্বাসের স্বপ্ন উৎস মুখে।

সংশয়ী প্রশ্নে

১.

নিষ্ফল সন্ধানে বীত মুহূর্তের স্বরধ্বনি চতুর্দিকে বাজে,
এখন হৃদয়খনি উন্মোচিত শুধু হতে চায়
তোমার বুকের কাছে। পরিশ্রমী খননের কাজে
কত তীব্র নিদাঘের স্বেদ ঝরে আতপ্ত হাওয়ায়।
গোলোক ধাঁধার সামনে চলাচল প্রতিভাবিহীন—
এই ছিল অনিবার্য পরিণতি সম্মুখে তোমাব
অন্তিম ধ্বনির শব্দে শববাহকের কণ্ঠে সর্বস্ববিলীন
আয়ু অর্থ—অবিনাশী যৌবনের আনন্দিত ভার।

২.

কি লিখব? চতুর্দিকে বার্তা রটে যায়
বসন্তমঞ্জরীময় কোমল সন্ধ্যায়
আমার অনুপস্থিতি। অন্ত্যজ আমার
কলঙ্ক চিহ্নিত মুখ ঢেকে রাখি সম্মুখে তোমার।
তুমি বসন্ত উৎসবে, যদি চলে যেতে চাও, তবে
আমাকে বিচ্ছেদ জ্বালা দিয়ে যেও। তোমার গৌরবে
আনন্দ অশ্রুর ফোঁটা ঝরে পড়বে দু'চোখে যখন—
আমাকে তখন তুমি মনে করবে একান্ত আপন,
একথা বিশ্বাস করতে ভয় করে আজ,
কেন না তোমার চোখে, মুখের ইঙ্গিতে স্থির আনন্দিত সাজ
আমার সম্মুখে পরিবর্তনের ছায়া হতে চায়—
কি লিখব? চতুর্দিকে বিচ্ছেদের বার্তা রটে যায়।

নিরভিমানী স্মৃতিতে

১.

অভিমান কাকে দিলে ? প্রতিবেদনের
অস্ফুট ভাষায় কেন মুখ তুলে দৃষ্টি রেখেছিলে ?
সংসার কিছুই মুগ্ধ অনশ্বর প্রতিমার ঔজ্জ্বলচ্ছটায়
চিরদিন ধরে রাখতে চায়নি কখনো।
শীতের নিশ্চল ভোরে ভালো লাগা মুখশ্রীর কাছে
কোন প্রার্থনার মন্ত্র রেখে যাবে ভেবেছিলে তুমি ?
ঝরানো ফুলের শান্ত পাপড়ির নীরব সিক্ত অভিমানী মুখে
কাকে শেষ দিয়ে যাবে হৃদয়েব রক্ত উপহার ?

২.

কি ভাবে বুকের দবজা খুলতে হয় শেখোনি কখনো।
অর্ধেক ভেজানো দ্বারে নেপথ্যবর্তিনী তুমি জানি চিরদিন,
মুখের শোভন রেখা জ্বেলে রাখো নন্দিত চোখের
অতি সূক্ষ্ম কারুকার্যে। অথবা সাহসী কণ্ঠে দূর দূরান্তরে
ঠেলে দাও, স্থিব আঘাতের মগ্ন ঘন অন্ধকারে।
কিভাবে আলোক লগ্নে সহসা জাগাতে হয় শেখোনি কখনো।
শুধু যন্ত্রণার মূঢ় সন্ধ্যার রক্তাক্ত ক্ষণে, জেনেছ কেমন
সমস্তই মুছে দিতে হয়, নিষ্ঠুর কোমল হাতে।
অন্তিম ধ্বনিতে বিদ্ধ, রক্ত হাহাকারে তুমি ফেলে রাখতে জানো
কি ভাবে প্রাণের স্পর্শে অমৃত ছড়াতে হয় বোঝনি কখনো।

নিয়তি

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছি : সামনে জলরেখা
সারাদিনের সময় হ'য়ে তরঙ্গিত কাঁপে,
সকালবেলা রৌদ্র নদী হৃদয় পরিমাপে
এপার ওপার ভাসিয়ে দিয়ে মুগ্ধ চোখে দেখা
তোমার চোখে মুখের হাসি আলো—
অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছি—এবার তুমি অসংকোচে জ্বালো

সারাজীবন চোখের জলে নদীর মতো ভাসি
মাটির বুকে সন্ধ্যাসকাল ছিলেম পরবাসী,
তুমি, শোভন মাঠের ছবি বনস্থলীময়
বৃক্ষলতায় ঝরাপাতায় ছিলে কি মৃন্ময় ?
তবুও কেন অশ্রুনদীর ঘনশীতল জলে
রাজেশ্বরী রূপে তোমার প্রতিমাখানি জ্বলে !
অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছি, চতুর্দিকে কালো।
এবার তুমি নিয়তি হয়ে আলেয়া আলো জ্বালো।

জ্যোৎস্নালোকে

নভো জ্যোৎস্নায় আকীর্ণরাত শাতের বাতাসে জ্বলে—
বুকের ফাটলে তোমার আঘাত নিঃসীম চলাচলে
স্মৃতির ফোয়ারা আনে,
রজনীগন্ধা ঝরে কি কোথাও নির্জন অভিমানে ?

বাইরে দাঁড়ালে পরিচিত ঘরও আধো চেনা, মনে হয়,
ঘরের মধ্যে নিদারুণ যেন ভয়—

জানি অকারণ দু'চোখে তোমার ভাসে,
সারাটি জীবন স্থির হ'য়ে আছি খোলা দরোজার পাশে,
যদি কোনদিন চিন্ময়ী বেশে তোমার হৃদয় জ্বলে
নভোনীলিমায় চলে যাবো জানি, জ্যোৎস্না প্রতিমা তলে।

বিচ্ছেদ

সেই ভালো। তুমি দূরে থাকো, আত্মমহিমায়ঃ
আমি অনাত্মীয় অন্ধকার, বুকের আড়ালে রাখি।
আজকাল পৃথিবীতে পরিবর্তনের
দ্রুতগামী যান চলে,—এমন কি হৃদয় তোমার
কি আশ্চর্য গতিময়! খুব কাছে এসে
কখনো স্বগত শান্ত মৃদু উচ্চারণে
অহঙ্কার মেলে ধরো নিঃশ্বাস বাতাসে—
সে তোমার অশেষ করুণা। যেন সতেজ ভঙ্গীতে
চিরকাল এইভাবে আমার বুকের মধ্যে বেঁধেছ রক্তের
অচ্ছেদ্য বন্ধন গ্রন্থি! আমি ক্রীতদাসত্বের মত
নতজানু অনুনয়ে, তোমার ঐশ্বর্য, শুভ্র রাণী মর্যাদায়
অর্পণ করেছি প্রিয় সর্বস্ব আমার—
তবু তুমি বিচ্ছেদের আড়ালে প্রাচীর গাঁথ'—নীল হাহাকার

চিরন্তন ছবিতে
(শ্রীমতী ছায়া দত্ত সুচরিতাসু)

আসলে কিছুই শেষ হতে চায়না। গত মুহূর্তের
সহগামী বীতগন্ধ ফুলের আভাস
রমণীপুঞ্জের মাঝে, অকস্মাৎ ফিরে ফিরে দেখা
পৌরপথে, তোমার বিশুদ্ধ দীপ্ত আশ্চর্য প্রতিমা—
ভোরবেলা জানলা দিয়ে রৌদ্র অতিথির
অসঙ্কোচে কাছে আসা শোভন প্রণয়ে
এইসব প্রতিচ্ছবি বুকের পাথরে অনিঃশেষ
ক্ষোদিত অক্ষরে, দ্রুত লিখে রাখি আজ কতকাল—
হয়তো কিছুই শেষ হবেনা পৃথিবীময় মধুর ধ্বনিতে
সমাপ্তির বাঁশী বাজবে, চোখ ভরে জল আসবে, তবু
মমতার মৃত্যু স্পর্শে ঝরে পড়বে প্রতিদিন অনন্ত সকাল